কোস্ট ফাউন্ডেশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। ৩ জুন, ২০২১।

প্রতি: নোটিশ বোর্ডের মাধ্যমে সংস্থার সকল কর্মী

হতে: উপ-নির্বাহী পরিচালক

বিষয়: **ফেসবুক/টুইটার পোস্টিং এর মাধ্যমে সংস্থা বা সংস্থার কোন কর্মীর বিরুদ্ধাচরণ করলে করনীয় বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রসঙ্গে।**

প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ,

কোস্ট ব্যবস্থাপনা সম্প্রতি লক্ষ্য করছে যে সংস্থা বা সংস্থার কর্মীর উপর ক্ষোভ প্রকাশ করার জন্য সংস্থার কর্মী বা সাবেক কর্মী বা বাইরের কেউ ফেসবুক/টুইটার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছেন। তাই এটি বন্ধ করার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলো আপনাদের বরাবরে উপস্থাপন করা হলো।

১. বিগত ৬ মাসের মধ্যে যদি সংস্থার কোন কর্মী তার তত্ত্বাবধায়ক বা অন্য কোন কর্মী বা সংস্থার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষোভ প্রকাশ করতে গিয়ে ফেসবুকে/টুইটারে পোস্টিং দিয়ে থাকেন তাহলে আগামী ৬ জুন, ২০২১ তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক সেই কর্মীকে সাময়িক বরখাস্ত করবেন। আর যদি তিনি সেই কর্মীকে সাময়িক বরখাস্ত না করেন তাহলে তার সম্পর্কে ৬ জুন, ২০২১ তারিখের মধ্যে ফোনে নির্বাহী পরচিালককে জানাতে হবে।

২. এখন থেকে সংস্থার কোন কর্মী যদি তার তত্ত্বাবধায়ক বা অন্য কোন কর্মী বা সংস্থার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষোভ প্রকাশ করতে গিয়ে ফেসবুকে/টুইটারে পোস্টিং দেন তাহলে সাথে সাথে ফোনে নির্বাহী পরিচালককে জানাতে হবে।

৩. সংস্থার সাবেক কর্মী বা বাইরের কোন ব্যক্তি যদি সংস্থার কোন কর্মী বা সংস্থার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিরূপ মন্তব্য করে ফেসবুকে/টুইটারে পোস্টিং দেন তাহলে তার স্ক্রিনশট পাঠানোসহ ফোনে নির্বাহী পরিচালককে জানাতে হবে এবং পাশাপাশি সেই পোস্টকারীর বিরুদ্ধে শালীনতার সাথে ফেসবুকের/টুইটারের মাধ্যমে প্রতিবাদ করতে হবে। ফেসবুক/টুইটার পোস্ট কিভাবে স্ক্রিনশট নিতে হয় তা প্রধান-আইসিটি থেকে শিখে নিতে পারেন।

৪. এ ধরণের পোস্টিং এর বিরুদ্ধে আপনি স্বউদ্যোগে স্থানীয় থানায় জিডি বা মামলা করবেন এবং এর একটি কপি নির্বাহী পরিচালক বরাবরে পাঠাবেন।

৫. উপরোক্ত বিষয়ে কোন কর্মী ফেসবুকে/টুইটারে পোস্টিং দিলে যদি সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক নির্বাহী পরিচালককে না জানান তাহলে সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়কের বিরুদ্ধেও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৬. অত্র সার্কুলারের সাথে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন-২০১৮ একটি কপি পাঠানো হলো। এটি সকল কর্মী বাধ্যতামূলকভাবে পড়বেন এবং সেভাবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করবেন। এ আইনটি পরবর্তী দুটি সভায় আলোচনা করতে হবে।

৭. এই সার্কুলারটি অনতিবিলম্বে কার্যকরী হবে এবং এর সাথে যদি কেউ দ্বিমত পোষণ করেন তাহলে যেকোন মাধ্যমে নিম্নস্বাক্ষরকারীর সাথে ২০ জুন, ২০২১ এর মধ্যে যোগাযোগ করতে পারেন।

৯. এটি আগামী ২০ জুন, ২০২১ পর্যন্ত সংস্থার সকল নোটিশ বোর্ডে ঝুলানো থাকবে এবং পরবর্তীতে সকলের স্বাক্ষর হয়ে নির্দিষ্ট ফাইলে চলে যাবে। এ সার্কুলারটি পরবর্তী দুটি সভায় আলোচনা করতে হবে।

ধন্যবাদসহ

সনত কুমার ভৌমিক

অনুলিপি: 03 JUN 2021
নির্বাহী পরিচালক
সকল পরিচালক
অফিস কপি

সংযুক্তি: ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন-২০১৮